অল্পকথায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) পরিচিতি

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এসডিজি বা এজেন্ডা-২০৩০ গৃহীত হয়। এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট রয়েছে, যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১৬৯টি। ১৭টি অভীষ্ট নিম্নরূপঃ

১. সর্বত্র সকল ধরনের দারিদ্রের অবসান,
২. ক্ষুধা নিবারণ, খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি ও টেকসই কৃষি,
৩. সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতা,
৪. মানসম্পন্ন শিক্ষা,
৫. লিঙ্গ সমতা,
৬. সবার জন্য স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি,
৭. সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য, টেকসই, আধুনিক ও দূষণমুক্ত জ্বালানি,
৮. স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা,
৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো,
১০. বৈষম্য হ্রাস,
১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়,
১২. দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন নিশ্চিতকরণ,
১৩. জলবায়ুবিষয়ক বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ,
১৪. জলজ জীবনমান উন্নয়ন,
১৫. স্থলে জীবনমান উন্নয়ন,
১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ,
১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব।

এসব অভীষ্ট অর্জনে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর আগের উন্নয়ন এজেন্ডা সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট বা এমডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে। MDG যেখানে শেষ হয়েছে, SDG'র সেখানে শুরু। ২০৩০ সাল নাগাদ এই বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের মূল অঙ্গীকার হলো, কেউ পেছনে পড়ে থাকবে না। সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশ সুরক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এসডিজির মূল নীতি। এসডিজির আকাঙ্ক্ষা এমডিজির তুলনায় ব্যাপক এবং বেসরকারি খাতের নিবিড় অংশীদারিত্ব ছাড়া এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ সম্ভব নয়।

SDG এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মাধ্যমে দেশ দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে। কারণ এর মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং সহজলভ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী ব্যবস্থা, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান, উন্নত অবকাঠামো, শিল্পায়ন, নগরায়ন, উন্নত পরিবেশ ইত্যাদি গড়ে উঠবে।

জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার ও বেসরকারী খাতকে সহায়তা করছে। প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়ে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য আলাদাবিভাগ খোলা হয়েছে এবং একজন মূখ্য সমন্নয়ক নিয়োজিত আছেন।

02/03/2020

(মোঃ রেজাউল ইসলাম প্রধান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
গবেষণা ও উন্নয়ন (অঃ দাঃ)